তু শুধার্ যা

কর্ণফুলী'র শোকরানা

গত সংখ্যায় কর্ণফুলীতে 'বাংলা রেডিও ও কর্ণফুলী' প্রতিবেদনটি প্রচার হওয়ার পর সিডনীবাসী আমাদের প্রচুর পাঠক ও কমিউনিটি রেডিও'র বাংলা অনুষ্ঠানগুলোর কিছু নিয়মিত শ্রোতা আমাদের ফোন করে তাদের 'শোক্‌রানা' ও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। অনেকে জানিয়েছেন যে, জনাব আবু রেজা মোহাম্মদ নুরুল আরেফীন এর প্রচারিত রবিবারের বাংলা অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রবাসী বাংলাদেশী কয়েকজন বিশিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও কয়েকটি সংগঠন এর অভিযোগ দাখিল হওয়ার পর থেকে তাঁর অনুষ্ঠানটি এখন ধীরে ধীরে সংশোধন হওয়ার পথে।

লঙ্কা পতনের আগে ভগবান শ্রী রাম অঙ্গুলি ঈশারায় বিশালদেহী অথচ বেয়াকুফ ও স্থুলবুদ্ধির দানব রাবণকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, 'ওয়াক্ত খতম্ হোনেছে প্যাহলে তু শুধার্ যা।' (অর্থাৎ সময় শেষ হওয়ার আগে তুই সংশোধন হয়ে যা)। রাবন শুনেনি, লঙ্কার ভরাডুবি না হওয়া পর্যন্ত রাবন শোধরায়নি। সতি সীতাকে হরন করে রাবন তার জীবন দিয়ে অবশেষে সে মূল্য পরিশোধ করেছিল। কিন্তু গত রবিবার ১৩ই আগষ্ট ২০০৬ ইষ্টসাইড কমিউনিটি রেডিও, এফ.এম:৮৯.৭ এর বিকেল ৪টা-৭টা'র বাংলা অনুষ্ঠানটি শুনে আমাদের মত অনেক শ্রোতা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে জনাব আরেফীন সতর্ক হয়েছেন বেশ। ধৈর্য ধরে, কানপেতে কিছু শ্রোতা শুনেছে সে অনুষ্ঠান। না, কোন ব্যক্তি বিশেষ অথবা কোন সংগঠনের ছাল ছাটা হয়নি সেদিন। উপরন্তু, প্রায় প্রতি আধঘন্টা অন্তর আ:রে মো:নু আরেফীন তার অনুষ্ঠানমালাটি ঢেলে সাজানোর কথা এবং 'নুতন কণ্ঠে'র সন্ধানে সেদিন তিনি বার বার ঘোষনা দিয়েছিলেন। গত রবিবার [১৩ই আগষ্ট ২০০৬] প্রায় পুরো অনুষ্ঠানব্যাপী সংগীতপ্রেমী বাংলাদেশীদের জন্যে নানা কিছিমের গান ও সুর তিনি পরিবেশন করেছেন। শুভানুধ্যায়ী শ্রোতারা আরেফীনকে তার এরকম একটি নির্ভেজাল ও সুরেলা অনুষ্ঠানের জন্যে মন খুলে সেদিন সাধুবাদ জানিয়েছেন বোধ করি। তবে অনেকে বলেছেন, বাংলাদেশের একজন কিংবদন্তি নেতার ইন্তেকাল-বার্ষিকী হিসেবে গেল হপ্তায় তিনি যদি কিছু ধর্মীয় গজল, হামদ ও নাত্ সেদিন শুনাতেন তবে অনুষ্ঠানটি আরো প্রাণবন্ত হতো। অন্যান্য ধর্মাবলম্বি ব্যক্তিত্বদের দেহত্যাগ বার্ষিকিতে যদি তিনি এখন থেকে বেদবাক্য, ভজন, কীর্তন অথবা ত্রিপিটক বাণী তার অনুষ্ঠানে প্রচার করেন তা হবে অতুলণীয়। কারণ বিয়োগন্ত হৃদয়ের ক্ষত নিরাময়ে এরূপ সুর ও ছন্দ একধরনের আধ্যাত্মিক পথ্য। শ্রোতারা বলছেন বিদেশে বসে নিজ ভাষায় গান শোনার মত অপরিসীম তৃপ্তি ও তৃষ্ণা যেন আর কিছুতেই মেটেনা। বাংলাদেশী শ্রোতারা আশা করছেন অনুষ্ঠানটির নাম 'রেডিও বাংলা অষ্ট্রেলিয়া' বদলে 'মনিকা গীতমালা'র মতো ভবিষ্যতে যদি 'রেজা গীতমালা' অথবা 'দেশী গীতমালা' করা হয় তবে নামকরনের স্বার্থকতায় তার অনুষ্ঠানটি ষোলকলায় হবে পূর্ণ। নির্মল গানের শ্বাশত সুর ও জনাব আরেফীন'র ভরাট কণ্ঠের সুমধুর উপস্থাপনার সমন্বয়ে সিডনীতে সৃষ্টি হবে রেকর্ডভঙ্গকারী একটি শ্রেষ্ঠ বাংলা অনুষ্ঠান।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছিলাম জনাব আরেফীন একজন কঠোর পরিশ্রমী, ত্যাগী, প্রতিষ্ঠিত ও প্রবীণ ট্যাক্সি চালক। বন্ধের দিনগুলোতে এখানে একজন টেক্সিচালক রাস্তায় থাকলে নির্দ্বিধায় প্রায় দ্বিগুন আয় পকেটস্থ করতে পারেন অথচ তা না করে তিনি নিস্বার্থভাবে স্বদেশী

তৃষিত শ্রোতাদের বিনোদন ও আনন্দ দেয়ার জন্যে টানা তিন ঘন্টা রেডিও'র ষ্টুডিওতে বসে কাটান। প্রতি ঘন্টায় ২৫ ডলার করে একদিন তিন ঘন্টায় প্রায় ৭৫ ডলার এবং বছরের ৫২ হপ্তায় প্রায় ৩,৯০০.০০ ডলার নির্ভেজাল ও নিশ্চিত পেশাভিত্তিক আয় থেকে ফীবছর তিনি বঞ্চিত হচ্ছেন। তার উপরে অনুষ্ঠানের সময় ভাড়া করতে তিনি রেডিও স্টেশন কর্তৃপক্ষকে বছরে প্রায় ১২ হাজার ডলারের মতো পরিশোধ করে থাকেন। সব মিলিয়ে প্রায় পনের হাজার ডলারের কাছাকাছি বাৎসরিক একটি বিরাট অংক তিনি নাড়ীছিন্ন আমাদের এই প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্যে বিনিয়োগ করছেন। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কিছু খরচ পুষিয়ে নেয়ারও ব্যবস্থা নেই তাঁর। কারণ এ ধরনের কমিউনিটি রেডিওতে বিজ্ঞাপন বা স্পন্সরের নামে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে অর্থ বা সুবিধা আদায় করা যায় না। ['বিজ্ঞাপন ও স্পন্সর' বিষয়ে কমিউনিটি রেডিও কোড অব প্র্যাকটিস এর বাংলা তর্জমা ও তফসীর আমাদের আগামী সংখ্যায় দেখুন]। জনাব আ:রে: ম:নু: আরেফীনের এই নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও মহীমা অতুলণীয়। বুকের বোতাম খুলে উম্মুক্ত হৃদয়ে প্রশংসা করেও দরদ-ভরা তাঁর এই 'প্রবাসী ঋণ' কভু শোধ করার মতো নয়।

সৎ উদ্যোগে পরিচালিত রেডিও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা জনাব আরেফীনকে ভবিষ্যতে প্রবাসে একজন সত্যিকার সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই। তার অনুষ্ঠানে আর কখনো তিনি 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব অষ্ট্রেলিয়া', 'সিডনী নাট্যম' অথবা 'একুশে একাডেমী' এর মত অরাজনৈতিক সংগঠন অথবা তাঁদের নিরীহ কর্মকর্তাদের অথবা 'ডঃ রাশেদ রশিদ' এর মতো কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইঙ্গিতে নাজেহাল করবেননা। 'সাক্ষাৎকার ও আলাপচারিতার' নামে পরিকল্পিতভাবে নিজস্ব তরীকার কিছু লোক আয়োজন করে সিডনী'র বাংলাদেশী কমিউনিটিতে বিদ্বেষ, সংঘাত ও হিংসা ছড়াবেন না বলে আমরা আশা করি। আমরা আন্তরিকভাবে আশির্বাদ করি তার বিপক্ষে সি.বি.এ.এ ও ইষ্টসাইড রেডিওতে দাখিলকৃত বিভিন্ন অভিযোগ এর 'পুলসেরাত' অতিক্রম করে তিনি যেন তার তিন ঘন্টার বাংলা অনুষ্ঠানটিকে সম্পূর্ণ নুতনভাবে ঢেলে সাজান। আমরা আশাকরি একুশে একাডেমী'র ইতিহাস স্থপতি সভাপতি নির্মল পালে'র আসন্ন সাইকিয়াট্রিক রিপোর্টে তাঁর মানসিক আহতের পরিমান সীমাহীন যেন না হয়। বাংলাদেশী শ্রোতা ও শুভকাঙ্খীদের একমাত্র কামনা, 'প্রতি হপ্তার প্রতিটি রবিবার রেজা বয়ে আনুক আনন্দের বারতা, প্রতিটি গানের সুরে, প্রতিটি লয়ে যেন তিনি উজাড় করে দেন আমাদের একরাশ ভালোবাসা।'

কর্ণফুলী'র শোক্‌রানা

বিঃদ্রঃ

সিডনী থেকে প্রচারিত প্রতিটি বাংলা অনুষ্ঠানের জন্যে প্রযোজ্য কমিউনিটি রেডিও'র 'কোড অব প্র্যকটিস' এর বাংলা তর্জমা ও তফসীর (অনুবাদ ও ব্যখ্যা) আগামী হপ্তায় আমরা প্রকাশ করতে পারবো বলে আশা করছি। গুরুত্বপূর্ণ এ 'কোড অব প্র্যকটিস'টি ভবিষ্যত যেকোন ব্যাপারে ব্যবহারের জন্যে প্রিন্ট কপি নিয়ে আমাদের পাঠকরা ফাইলবন্দি করে রাখবেন। সে পর্যন্ত দয়াকরে অপেক্ষা করুন এবং কানপেতে শুনুন, সিডনী'র বাংলা রেডিও অনুষ্ঠানগুলো আর কখনো কোন সংগঠন বা কোন ব্যক্তি বিশেষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আক্রমন অথবা আমাদের প্রবাসী কমিউনিটিতে হিংসা, বিদ্বেষ, বিভেদ ও গুজব রটিয়ে কোন ধাঁধাঁ সৃষ্টি করে কিনা।